নির্বাচনী ইস্তাহার

ধর্মনিরপেক্ষতা • উন্নয়ন • প্রগতি

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন

২০১৪

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

নির্বাচনী ইস্তাহার

সর্বভারতীয় তৃণমূলকংগ্রেস

লোকসভা নির্বাচন ২০১৪

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন ২০১৪, আমাদের আবেদন	৫
'এলকা চলার' প্রেক্ষাপটে, UPA- 2 থেকে মন্ত্রী সহ সমর্থন প্রত্যাহারের নেপথ্যে	৬
মা-মাটি-মানুষের সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ	৬
কেন্দ্রে তৃণমূলকংগ্রেসের নেতৃত্ব ক্ষমতায় এলে যে ভিশন্ ও মিশন্ নিয়ে কাজ করতে চায়	১৬
এক নজরে মা-মাটি-মানুষ সরকারের ১০০০ দিনের কাজের খতিয়ান	
১। তথ্য ও সংস্কৃতি	২৬
২। স্বাস্থ্য	২৭
৩। কৃষি ও কৃষিবিপণন	২৮
৪। শিল্প ও বাণিজ্য	২৯
৫। তথ্য-প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স	৩৩
৬। স্কুল শিক্ষা	৩৪
৭। গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ	৩৫
৮। শ্রম	৩৭
৯। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়	৩৮
১০। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন	৩৯
১১। পরিবহন	৪০
১২। সেচ ও বন্যা ব্যবস্থাপন	৪২
১৩। উচ্চশিক্ষা	৪৩

সূচি

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
১৪।	জলসম্পদ অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন	৪৫
১৫।	সবার জন্য আবাসন	৪৬
১৬।	ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ এবং বস্ত্র	৪৭
১৭।	বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস	৪৯
১৮।	সুন্দরবন বিষয়ক	৫০
১৯।	বিপর্যয় ব্যবস্থাপন	৫২
২০।	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৫৩
২১।	নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ এবং শিশু বিকাশ	৫৪
২২।	স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি	৫৬
২৩।	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন	৫৭
২৪।	ক্রীড়া ও ক্রীড়া পরিকাঠামো	৫৯
২৫।	প্রগতির পথে পৌর উন্নয়ন	৬০
২৬।	পূর্ত	৬২

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন ২০১৪

আমাদের আবেদন

মা-ভাই-বোনেরা,

বাংলা শুভ নববর্ষ ১৪২১ -এর প্রাক্কালে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি - শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সকলের শুভ হোক, বাংলার সার্বিক উন্নয়ণ হোক, দেশ গঠনে বাংলা পথ দেখাক— এই আমাদের কামনা, প্রার্থনা।

শুভ নববর্ষে জানাই প্রণাম ও সেলাম। সামনেই **ষোড়শ লোকসভা** নির্বাচন। **আবেদন জানাই, ধর্মনিরপেক্ষতা-উন্নয়ন ও প্রগতির পথে বাংলার স্বার্থে কেন্দ্রেও পরিবর্তন আনুক বাংলার জনগণ। এই লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার জনগণের কাছে আশীর্বাদ-দোয়া প্রার্থনা করছে।** সিপিএমের বিরুদ্ধে বিগত দিনে তুমুল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে যে সিপিএম বিরোধী শক্তি তৈরি হয়েছে সেই গণদেবতার কাছে আমাদের আবেদন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের 'ঘাসের ওপর জোড়া ফুল' চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। আমাদের আবেদন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের আশীর্বাদ-দোয়া ও সমর্থনের ধারাকে আরও জোরদার করে আমাদের দলের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করবেন। বাংলার পাশাপাশি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও আসুক পরিবর্তনের জোয়ার — আসুক পরিবর্তনের ভোর।

পশ্চিমবাংলার মানুষের সামনে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন আবার নিয়ে এসেছে পরিবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত নেবার এক সুযোগ। ভাবতে অবাক লাগে এই বাংলা একদিন সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাত - সামাজিক জাগরনে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রামকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষরা জন্মেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দিনেশ-এর মতো মনীষিরাও বাংলার মাটিকে ধন্য করেছিলেন। এছাড়াও বিরসা মুণ্ডা, পঞ্চানন বর্মা-র মতো স্মরণীয়-বরণীয় মানুষেরা বাংলা থেকেই ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছেন।

মানুষের কাছ থেকে সিপিএম ও বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসীরা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বিজেপি হারিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্রত।

আমরা প্রগতি, উন্নয়ন আর ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্রে বিশ্বাসী দল। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই শান্তিপূর্ণ পথে স্বৈরাচারী সিপিএম দল ও তাদের পরিচালিত জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করে আজ আমরা বাংলায় মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। প্রতিদিনই মানুষের সঙ্গে থেকেছি এবং থাকব-ও। অর্থ নেই, কিন্তু মানুষ আছে। প্রতিদিন জনসমর্থন আমাদের বাড়ছে। গোটা বাংলার প্রতিটি প্রান্তে প্রতিবাদী মানুষ সিপিএম ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব। বিজেপি এ রাজ্যে অপ্রাসঙ্গিক।

সাধারণ মানুষ বিগত দিনগুলোতে সিপিএমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আমাদের দেখেছেন। উন্নততর বামফ্রন্টের যে নমুনা আপনারা দেখেছেন তার বিরুদ্ধে উন্নততর বাংলা, উন্নততর সমাজ ও উন্নততর মানুষ তৈরি করতে সিপিএমের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রধানতম 'বিকল্প' যে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই **তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে 'ঘাসের ওপর জোড়া ফুল' চিহ্নে ভোট দিয়ে আনুন পরিবর্তনের ভোর – আপনার আমার প্রিয় বাংলায়, যা আগামী দিনে ভারতবর্ষে পরিবর্তন আনবে। 'উন্নয়ন-প্রগতি-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা' হোক আমাদের ব্রত। আমাদের মন্ত্র হোক 'সকলের পেটে ভাত, সকলের জন্য কাজ'। শান্তি বর্ষিত হোক। প্রতিষ্ঠিত হোক মানবিকতা। জয় হোক মা-মাটি-মানুষের।**

'এলকা চলার' প্রেক্ষাপটে

UPA- 2 থেকে মন্ত্রী সহ সমর্থন প্রত্যাহারের নেপথ্যে

দেশ শাসনের নামে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে কংগ্রেস-সিপিএম এবং বিজেপি ক্ষমতালোভী সিন্ডিকেট তৈরি করে বছরের পর বছর ধরে দিল্লীর মসনদ আঁকড়ে রেখেছে। এদের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির ফলে দেশের সাধারণ মানুষ আজ চরম দুর্দশার সম্মুখীন। মানুষের কাছে তা এখন পরিস্কার। তারা এই ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলেছে।

আমরা ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, যখন, দেশের প্রতিটি নাগরিক রাজনৈতিক পরিবর্তন চাইছেন। চাইছেন, শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। কংগ্রেস-সিপিএম এবং বিজেপি দেশের মানুষের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। UPA-2 সরকার সর্বস্তরের অপশাসন এবং ভয়াবহ দুর্নীতির পাঁকে জড়িয়ে গেছে। আর বিজেপি, দাঙ্গা এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার বাতাবরণ তৈরিতে ব্যাপৃত রয়েছে। পাশাপাশি সিপিএম ও বামফ্রন্টও তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। মানুষের সমর্থন হারিয়েছে। কারণ তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং ফ্যাসিস্ট অপশাসন-এর জের।

আমরা যখন এন ডি এ-তে ছিলাম তখনও আমরা কোনও জনবিরোধী নীতিকে সমর্থন করিনি। সরকার কোনও এই ধরণের নীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করলে আমরা আমাদের প্রতিবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়েছি।

এই যখন অবস্থা, তখন একমাত্র তৃণমূলকংগ্রেসকেই, মানুষ তাদের সমস্ত রকম দুঃখ-দুর্দশায় পাশে পেয়েছে। তৃণমূলকংগ্রেসের যে দীর্ঘ আন্দোলন, মানুষের জন্য যে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস তা মানুষের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। এবং মানুষের জন্য একমাত্র বিকল্প হিসেবে তৃণমূল-ই স্বীকৃত হয়েছে— সু-শাসন-প্রগতি-সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রশাসক হিসেবে। মানুষকে সুশাসন দিতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল সরকার, মাত্র আড়াই বছরেই পশ্চিমবঙ্গে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সারা ভারতের ক্ষেত্রে তা মডেল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

মা-মাটি-মানুষের সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবাংলায় মানুষের আশীর্বাদে - শুভেচ্ছায় - দোয়াতে এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় ভাবতেই পারিনি যে এতটা জঞ্জালের স্তূপে বসে, জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে। যেদিকেই তাকাই, সেদিকেই দেখি শুধু নেই - নেই - নেই। কোনও কাজ করবার মতো যে একটা ভালো পরিকল্পনামাফিক কাঠামো থাকার দরকার, সেটাও নেই। কারও সাথে কারও যোগাযোগ সূত্র থাকলে যে কাজটা ভালো করে সম্পন্ন হতে পারে, তাও নেই। কেমন একটা দীর্ঘদিনের অবহেলা, কাজ না করবার বা জানবার প্রবণতা, পরিকল্পনামাফিক কাজ করা বা ভবিষ্যতের জন্য রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পরিকল্পনা করা, তার কোনওটাই নেই।

আছে শুধু পড়ে দলীয় দীর্ণতা ও জীর্ণতার মধ্যে দিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার একটা রাজনৈতিক কাঠামো। যে রাজনৈতিক কাঠামোর সবটাই নিয়ন্ত্রিত হতো সিপিএম দলের রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে।

পশ্চিমবাংলা যে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার শিকার ও কোনও কাজের কাজ না করবার ফলে সরকারটা যে সম্পূর্ণ অকেজো ও অচল সরকার হয়ে গেছিলো, তা তো বলাই বাহুল্য। আমরা আসার আগে পর্যন্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু রুটিনমাফিক কাজ ছাড়া আর বাইরে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় সে, এন ডি এ সরকার থাকাকালীনই হোক আর ইউ পি এ সরকার থাকাকালীনই হোক, কংগ্রেস ও বিজেপি দলের সাথে চিরকাল সিপিএম দল মুখে এখানে বিপ্লবীয়ানা দেখিয়ে কেন্দ্রের সাথে বোঝাপড়া করে শুধু দেনা করে সরকার বনাম রাজনৈতিক সরকার চালিয়েছে। ফলে—

আমরা যখন প্রথম সরকারে আসি তখন আমাদের রাজ্য সরকারের কোষাগারে সব মিলিয়ে আয় ছিলো ২১ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার কেটে নিয়ে গেলো ২১ হাজার কোটি টাকা। বার বার দিল্লিকে অনুরোধ - উপরোধ করেও যখন কোনও লাভ হলো না, তখন আমরা নিজেরাই কতকগুলো আর্থিক সংস্কার করে আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করলাম। ১২-১৩ তে আমাদের রাজ্য সরকারের আয় ২১ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩২ হাজার কোটি টাকা হলো। এটা অর্থনৈতিক সংস্কারের দিক থেকে একটা বড় রেকর্ড তৈরি হলো। কিন্তু সেই সুদ আর Repayment গুণতে কেন্দ্রীয় সরকার-এর Reserve Bank আমাদের রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে আরও ৪ হাজার কোটি টাকা বেশি, অর্থাৎ মোট ২৫ হাজার কোটি টাকা আমাদের না জানিয়ে কেটে নিয়ে চলে গেলো। একদিকে সিপিএম সরকারের করে যাওয়া দেনা অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের জেনে শুনেও মুখ বুজে থাকা। একটা রাজ্যের সব কেটে নিলে তারা রাজ্য চালাবে কী করে? তা জানা সত্ত্বেও মহম্মদ বিন তুঘলকী কায়দায় তুঘলকিয়ানা করে নিয়ে চলে গেলো ২৫ হাজার কোটি টাকা। এবার শুনছি ২৮ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাবে, তবে এই যদি কোষাগারের অবস্থা হয়, রাজ্যটা চলবে কী করে? এই তিন অর্থবর্ষে আমাদের সরকারের মোট ৭৪ হাজার কোটি টাকা কেটে নিয়ে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা করা হয় বাংলার অর্থনীতিকে - ধ্বংস করা হয় বুলডোজার দিয়ে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সম্পূর্ণভাবে ঋণগ্রস্ত ও দেনার দায়ে বিক্রি, এটা আমরা ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই মানুষকে জানিয়ে আসছিলাম। আর তাই নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী সহ দিল্লির তদানীন্তন সরকারের নেতারা নতুন সরকার এলে এই ঋণ মকুব কী করে করা যায়, সে ব্যাপারে public meeting-এ দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যাকে commitment বলা হয়। কিন্তু দেখতে দেখতে এই আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আড়াই বছর হয়ে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে, দিল্লীর সরকার অন্য রাজ্যগুলোতে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়ালেও পশ্চিমবাংলার প্রতি সম্পূর্ণভাবে এক বৈষম্যমূলক আচরণ করে চলেছেন। বাংলার পরিবর্তন হবার পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করে চলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বাংলার মাটিতে কাজ করে চলেছে। আমাদের সরকার বাংলায় গঠিত হবার পরেও প্রায় দেড় বছর আমরা ইউ পি এ সরকারের সাথে ছিলাম কিন্তু প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতা রাখা তো দূরের কথা, সবসময় একটা ill motive নিয়ে দেখছি আমাদের সাহায্য করা তো নয়ই, নানাভাবে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে চক্রান্ত করে আমাদের সরকারকে disturb করে চলেছে। আমরা তো FDI, Retail Market-এর issue-তে, তারপর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সমেত আরও কিছু বিষয়ে নির্বাচনের আগে মানুষের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। স্বভাবতই সেই বিষয়গুলোতে প্রতিবাদ করে তৃণমূলকংগ্রেস কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে আসে ২০১২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর। তার আগে তো আমাদের জোটের সরকার হিসাবে আমি নিজে বহুবার - বারবার প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অর্থমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে তাদের দলের নেতা - নেত্রীদের কাছে আমাদের অর্থনৈতিক সংকটের কথা

জানিয়ে ছিলাম। প্রতিবারই তারা বিভিন্ন ফর্মূলা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং রাজিও হয়েছিলেন এই সুদ ও দেনার সমস্যা সমাধান করতে। কিন্তু যতো দিন গেছে ততোই তাদের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ফল হয়েছে 'অশ্বডিম্ব'। প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছে যে তৃণমূলকংগ্রেস দলটাকে অনেক রাজনৈতিক দলই প্রচণ্ডভাবে হিংসা করে। তাই তাদের বদনাম ও তাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে কুৎসা ও অপপ্রচার ছাড়া আমাদের এখানে সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি-সহ আরও কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আর কোনও কাজ নেই। বামফ্রন্ট সরকারের সব অন্যায় চোখ বুজে দেখেও ২০০৮ সালের আগে পর্যন্ত যারা লাল চশমার মধ্যে দিয়ে কালো চশমার স্বপ্ন দেখতেন ,তাদের তখন পাত্তাই পাওয়া যেতো না। আর আজ সবচেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে আর এখনকার প্রচুর TV-র জমানায় মুখ দেখানোর রাজনীতি আর বদনাম করার রাজনীতি, যাকে সাধারণ মানুষ একেবারেই অবান্তর বলে মনে করেন তাদের সাহায্যে শুধু বাংলার বদনাম করে চলেছেন তারা নিজেদের প্রয়োজনে।

আমাদের রাজ্যের যা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তা অন্য কোনও রাজ্যে নেই। তবু এই অবস্থার নিরিখে বিচার করে এই আড়াই বছরের কার্যকলাপ দেখলে বোঝা যাবে, পশ্চিমবাংলা শুধু এগিয়েছেই তা নয়, গৌরবের সাথে অনেক বিষয়ে ১ নম্বর স্থানে ও আদর্শ স্থানে পরিণত হয়েছে। অন্য কোনও সরকার কোনওদিন যা ভাবতেও পারেনি, আমাদের সরকার এতো আর্থিক সংকটের মধ্যেও তা করে দেখিয়েছে। আর দুঃখের সাথে হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সংবিধানের বাধ্যবাধকতার জন্য অনেক কিছু জানলেও অনেক সময় বলতে পারি না, যে কিভাবে, কোন কোন agency কে দিয়ে কেমন করে, এমনকি অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সহ অন্য সবরকম সহযোগিতা না দিয়েও পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে অন্যায়ভাবে চক্রান্ত করে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। তা সত্ত্বেও আমাদের কাজের গতি বেড়ে চলেছে।

গর্ব করার মতো ব্যাপার হলেও একথা সত্য যে আমাদের সরকারের সাথে অন্য রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের পার্থক্য এটাই যে আমাদের সরকার গত আড়াই বছর ধরে পুরো রাজ্য সরকারের সমস্ত সচিবদের নিয়ে জেলাস্তরে, সব ব্লক অফিসারদের involve করে জেলায় জেলায় সরকারি কর্মসূচি যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে তার জন্য ব্লক স্তরেও রাজ্য সরকারের সব দপ্তরগুলোকে নিয়ে মিটিং করছে। সমস্ত কর্মসূচি রিভিউ করছে। কোনটা এগিয়ে আছে? বা কোনটা পিছিয়ে আছে? ১০০ দিনের কাজ থেকে মিড-ডে মিল, অথবা ICDS-এর কাজ থেকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য যোজনা, গ্রামীণ বিদ্যুৎকর থেকে কৃষিজ দ্রব্য, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড থেকে মৎস্যজীবিদের সাহায্য, 'কন্যাশ্রী' থেকে সংখ্যালঘু দপ্তর, self helf group থেকে ITI, পলিটেকনিক কলেজ থেকে রাস্তাঘাট, পরিবহন থেকে পর্যটন— সব ব্যাপারেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি। ফলে রাজ্য যখন জেলায় ছুটে যায় সাধারণ মানুষের কাজের জন্য, তখন স্থানীয় মানুষ এটা গর্ব করে বলতে পারে, এ সরকার তো মানুষের সরকার, যারা আমাদের কাছে আমাদের প্রয়োজনে ছুটে আসছে। এ ছাড়াও আগে কোনওদিনই BDO level-এ যারা নিচু তলায় সবচেয়ে বেশি কাজ করেন তাদের সাথে যে উচ্চস্তরের সামনা সামনি কথা বলা বা আলোচনা করার প্রয়োজন, তা আমাদের এই মা-মাটি-মানুষের সরকার ছাড়া আর কেউ ভাবতেই পারেনি। আর তাছাড়া সম্পূর্ণভাবে সব সরকারি দপ্তরের প্রধানদের প্রত্যেক আর্থিক বছরে প্রত্যেক জেলায় গিয়ে রিভিউ মিটিং করা যে একটা কঠিন ব্যাপার, তাই যারা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সরকার চালান, তাদের আর কষ্ট করবার কী প্রয়োজন? তাই অধিক কষ্ট করে কী

লাভ? অতএব কেউ করে না। কিন্তু আমাদের এই নতুন সরকার প্রতি বছর প্রতি জেলার সমস্ত DM, SP, DSP, IC, SI-সহ BDO, SDO থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের যারা প্রধান আছেন, জেলায় তাদের ত্রিস্তর প্রশাসনিক মিটিং করে। যেখানে এমনকি education dept.-এ DI থেকে Medical Officer, সবাইকে involve করে মিটিং করে।

এরকম সভা জেলা থেকে ব্লক স্তরে ৫৪টা হয়েছে, যাতে আমরা সবাই মহাকরণ-এর সবাইকে নিয়ে হাজির ছিলাম।

পঞ্চায়েতে যেমন ত্রিস্তর— জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামসভা তেমনি প্রশাসনেও DM, SDO, BDO— ত্রিস্তর, আবার পুলিশেও SP, ASP, DSP, SDPO, IC— এদের সবাইকে নিয়েই এই সভা হবার ফলে সকলে সকলের সাথে মিলিত হতে পারেন ও সবাই একসাথে একযোগে কাজ করবার উৎসাহ বোধ করেন। এটা প্রশাসনকে কর্মমুখী করে তুলতে সাহায্য করে।

আমাদের সরকার একমাত্র সরকার, যারা প্রতি দশ দিন অন্তর কৃষি দপ্তর - খাদ্য দপ্তর - মৎস্য দপ্তর - শস্য দপ্তর - পুলিশ - enforcement থেকে শুরু করে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এমনকি traders-দের নিয়েও একসাথে মিটিং করে বাজারকে নজরে রাখেন।

কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও কোনও এক পরিকল্পিত উপায়ে ও চক্রান্ত করে বিভিন্ন এলাকায় "সেই গণেশ দুধ খেয়েছে" বলে যেভাবে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, সেই ভাবে নুন পাওয়া যাবে না বলে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ আমাদের এখানে নুনের কোনও অভাব নেই। আমাদের পাশের কিছু রাজ্যে দাম বেশি বলে ওরা নুন লুকিয়ে রেখে প্যানিক সৃষ্টি করে মানুষ যাতে বেশি দাম দিয়ে কিনতে বাধ্য হয় তার জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করেই এ মিথ্যা রটিয়েছে। আর খুব interesting যে মহরমের আগের দিন এটা হয়েছে।

খুচরো বাজার যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, তার জন্য FDI-এর retail market আমাদের দলীয় Manifesto-র commitment অনুযায়ী support তো দিইনি, উপরন্তু এই ইস্যুতে আমরা UPA (II) ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। তাই ইদানিং কখনও কখনও বাজার-এ হঠাৎ করে চক্রান্ত করে যারা দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের কাছে একটাই জিজ্ঞাসা— এটা সেই FDI খুচরো বাজার চালু করবার ব্যাপারে সাময়িক লাভ করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে বাজার দখল করে নেবার কোনও বড় চক্রান্ত নয় তো? আর এই ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে কয়েক দিন কালোবাজারির কয়েকজন নিজেদের স্বার্থে খুচরো বাজারকে ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে যে জঘন্য ষড়যন্ত্রের খেলায় নেমেছে— তাদের থেকে খুচরো বাজারের দোকানদাররা যতোটা নিজেদের সরিয়ে রাখবে ও তফাতে রাখবে, ততোটাই তাদের মঙ্গল।

গত ৩৫ বছর ধরে "চিট ফান্ড" কোম্পানিগুলো তৈরি করতে দিয়ে, আর ৩৫ বছর চুপ করে থেকে আমাদের নতুন সরকার আসার সাথে সাথে হঠাৎ সিবিআই-কে চিঠি তৈরি করা আর তা নিয়ে মানুষে-মানুষে, এলাকায়-একালায় সমস্যা ও দাঙ্গা তৈরি করে দেওয়া, এ চক্রান্ত কি হঠাৎ করে হয়েছিলো? পরিকল্পনা ছাড়া? শুধু যাতে ভালো কাজে সময় ব্যয় না হয়, তার জন্য খারাপ কাজে শুধুমাত্র ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে হবে? যাতে মস্তিষ্কটাকে সর্বদাই উদ্বেগ ও চিন্তার মধ্যে রাখা যেতে পারে। একটা রাজ্যকে কিভাবে ৩৫ বছরের ধ্বংসস্তূপ জঞ্জালের মধ্যে দাঁড়িয়ে কত কষ্ট করে যে কাজ করতে হয়, তা আমরা যারা কাজ করি সর্বক্ষণ, তারই বুঝি।

হঠাৎ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, 'চিট ফান্ডের' নাম করে সিপিএম, কংগ্রেস গলা ফাটিয়ে বাজার

করতে বেরিয়েছেন। যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা যায় যে 'চিট ফান্ডের' কোম্পানিগুলো তো ৩৫ বছর ধরে বাংলায় চালু হয়েছে, আশির দশক থেকে সিপিএম দলের হাত ধরে। তো তখন কি সিপিএম নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন? না চিট ফান্ডের তহবিলে সব ক্রোকোডাইল আইল্যান্ডে টাকা জমা রাখছিলেন? কত জনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন? কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? কত টাকা মানুষের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? সারদা থেকে অন্য সব চিট ফান্ডের কোম্পানি তো আমাদের আমলে তৈরি হয়নি। সবই তো বামফ্রন্ট জমানায়, সিপিএম আমলে। দলীয় তহবিলে রাজ্যস্তরে ও জেলায় জেলায় কত টাকা যেতো, জবাব দেবেন কি? জবাব দেবেন, কেন সব দেখে চোখ বুজে ছিলেন? কেন সারদার টাকায় সম্পূর্ণ দলীয় মুখপত্রের 'ডায়াল' গণশক্তি sponsor হয়? কেনই বা তাদের কাছ থেকে দলীয় সংবাদপত্রে নিয়ম করে বিজ্ঞাপন নেওয়া হতো? কেনই বা আপনাদের নেতাদের নামে কোটি কোটি টাকা থাকে, ব্যাঙ্কে PAN নাম্বার থাকে না? সত্যিই কি কিছু জানেন না? নাকি কোটি কোটি টাকা - টাকা মাটি, মাটি টাকা, প্রচুর এখানে-ওখানে জমা হয়ে আছে প্যান কার্ড ছাড়াই, যার হিসেবটাও হিসেবের মধ্যে পড়ে না? লজ্জা করে না, চোরের মায়ের বড় গলার মতো চিৎকার করে লোক হাসাচ্ছেন। আমাদের সরকার তো সবে এলো, এতেই এতো হিংসা। যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছেন? সবে তো শুরু, অপেক্ষা করুন, ধৈর্য ধরুন, দেখবেন চিৎকার করতে করতে গলা শুকিয়ে যাবে। কংগ্রেস দলের কথায় যতোই গলা ফাটান। সুযোগ পেলে কংগ্রেস দল যথা সময়ে আপনাদের মইটাও কেড়ে নেবে, এটা মনে রাখবেন। যতক্ষণ আপনাদের সংখ্যার অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন কংগ্রেস মাথায় করে রাখবে, আর যেদিন থাকবে না, সেদিন আপনাদের মুখও দেখবে না। মনে নেই পারমাণবিক চুক্তির ব্যাপারে কংগ্রেস আর সিপিএম-এর সম্পর্ক?

আমাদের সরকার তো চিটফান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় কমিশন তৈরি করেছে। সুদূর জম্মু থেকে সারদা কোম্পানির কর্ণধারকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। তাদের কোম্পানি-সহ অন্যান্য চিটফান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া থেকে শুরু করে, সম্পত্তি নিলাম করে জনগণের টাকা ফেরত দেবার দায়িত্ব বিচার বিভাগীয় কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় কমিশনকে সব অধিকার দেওয়া হয়েছে। বিধানসভায় ২ বার আইন পাশ করে রাজ্য সরকার যাতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন করতে পারে তার জন্য বিল আকারে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতির জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রায় ৬ লক্ষের ওপর সাধারণ মানুষের অর্থ আমাদের সরকারের দেওয়া অর্থ থেকে কমিশন ইতিমধ্যেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনকি অভিযুক্তদের ইতিমধ্যেই সাজাও হয়েছে।

আর বলিহারি সিপিএম। চিটফান্ডের জন্মদাতারা কথা বলেন কোন মুখে? আর বহুরূপী, রাজ্যের সিপিএমের পোষা বন্ধু কংগ্রেস দল, সিপিএম দলের সাথে হাত মিলিয়ে সিবিআই বলে চিৎকার করছেন? জানেন না, এটা রুখবার দায়িত্ব ছিলো Reserve Bank ও SEBI-র — এটা আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তারা কি নাকে গাওয়া ঘি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন? না সিপিএম-এর বন্ধুরা বারণ করেছিলেন? আর যারা আমাদের সরকারের এতো ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও 'সিবিআই, সিবিআই', 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করছেন, তাদের কাছে আমার ছোট্ট জিজ্ঞাসা—

(১) নন্দীগ্রামের ব্যাপারে সিবিআই তদন্তের কী হলো? কেন দোষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে?

(২) জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে সাবোতাজ করে প্রায় ১৬০ জন মানুষকে মেরে ফেলার পর তদন্তের ভার সিবিআই-কে দেওয়া হয়েছিলো, ক'জন শাস্তি পেয়েছেন?

(৩) সিঙ্গুর সিবিআই'কে দেওয়া হয়েছিল কি?

(৪) নেতাই-এ কী হলো?

(৫) ছোটো আঙারিয়া থেকে নেতাই, নন্দীগ্রাম থেকে সিঙ্গুর— সব আঙুর ফল কী টক? উত্তরটা কী?

দীর্ঘদিন বাদে বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতিক কর্মসূচি একটা নতুন পথের সন্ধান দেখাচ্ছে। কলকাতার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে শুরু করে ছোটোদের চলচ্চিত্র উৎসব, যাত্রা উৎসব থেকে শুরু করে সঙ্গীত মেলা, নাট্য উৎসব থেকে বঙ্গ বিভূষণ, বঙ্গ ভূষণ থেকে বঙ্গরত্ন, উত্তরবঙ্গ উৎসব থেকে জঙ্গলমহল, পাহাড়-এর সাংস্কৃতিক উৎসব থেকে শুরু করে মাটি উৎসব, বিবেক চেতনা কর্মসূচি থেকে শুরু করে কৃষিমেলা, বিজ্ঞান মেলা থেকে খেলাধূলা সব কাজের এক নবজাগরণ এসেছে। বড়দিনের উৎসব থেকে ঈদ উৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব থেকে ছটপূজার, সর্বত্রই মানুষের উৎসবে উৎসারিত হচ্ছে, এগিয়ে চলেছে বাংলার সংস্কৃতি তার নতুন ধারায়। রবীতীর্থের গৌরবজনক মাটিতে পালন করেছি আমরা তার সার্ধশতবর্ষ, পালন করেছি আমরা দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের সার্ধশতবর্ষ। সব মনীষীদের সম্মান জানিয়ে তাদের স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখা আমাদের প্রায় সব কর্মসূচিই আমরা পালন করি। গ্রামবাংলার শিল্পীদের নতুন করে মর্যাদা দিয়ে তাদের কীভাবে নিজ পায়ে সসম্মানে দাঁড় করানো যায় তার জন্য চলছে শিল্পীদের মর্যাদা দান-এর প্রচেষ্টা। ধামসা-মাদল থেকে একতারা, ভাটিয়ালি থেকে ভাওয়ালি, ছৌ থেকে ঢোল, আবার মৃৎশিল্পী থেকে হস্তশিল্পী সবার জন্যই চলছে এক অবিরল কর্মসূচি।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমার সরকারের প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার আমাদের প্রকাশ করার সুযোগ ঘটেছে, যা একটি দারুণ সাফল্য। আমার সরকারের বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ সাফল্যগুলির অন্যতম হলো, ২০১৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারি পরিষেবা অধিকার আইন কার্যকর করা। এর ফলে কর্মপরিচালন নীতির উন্নতি ঘটবে এবং নির্দিষ্ট কালপর্বের মধ্যে পরিষেবা দেওয়া সুনিশ্চিত হবে।

বিগত কয়েক দশক ধরে মহাকরণের মতো একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ভবনের সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি অবহেলিত থাকার প্রেক্ষিতে আমাদের সরকার এই ভবনের আমূল সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য সচিবালয়কে সাময়িকভাবে হাওড়ার 'নবান্ন'-এ স্থানান্তরিত করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়িতে 'উত্তরকন্যা' নামাঙ্কিত রাজ্য সচিবালয়ের উত্তরবঙ্গ শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। এই ভবনটি নির্মাণের কাজ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে, যা নজিরবিহীন।

আমাদের সরকার কর্মহীন যুবক-যুবতীর জন্য 'যুবশ্রী' কর্মপ্রকল্পের সূচনা করেছে, যার মাধ্যমে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী এবং 'কর্মসংস্থান ব্যাংক'-এ নাম নিবন্ধিত করিয়েছেন এমন এক লক্ষ যোগ্য কর্মপ্রার্থী প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। আমাদের সরকার নির্মাণ ও পরিবহন কর্মী-সহ ১০ লক্ষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিককে 'অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি সংক্রান্ত রাজ্য সহায়তাপ্রাপ্ত কর্মপ্রকল্প'-এর আওতায় এনেছে, ৭.৫ লক্ষেরও বেশি শ্রমিককে 'সামাজিক মুক্তি' কার্ড নামে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সরকার এই কর্মপ্রকল্পের অধীনে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, চিকিৎসা, লেখাপড়া ইত্যাদির জন্য আর্থিক সহায়তার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার জঙ্গলমহলে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই সন্তোষজনক রয়েছে এবং সেখানে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু হয়েছে।

প্রায় ২৬টি অতিরিক্ত মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে, আরও হচ্ছে। এর ফলে এ ধরনের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক থানার মোট সংখ্যা হলো কুড়ি। চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষাকার্যের উদ্দেশ্যে একটি আদর্শ

কর্মপ্রণালী (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এস ও পি) প্রণয়ন সহ যৌন নিগ্রহের শিকার ব্যক্তিদের বিষয়ে কাজ করার জন্য আদর্শ কর্মপ্রণালী চালু করা হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে দ্রুত ও বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান করা এবং ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে বিচারকার্য চালানোর জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের সাম্প্রতিক সবকটি ঘটনায় আমাদের সরকার সব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা ও তাদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে। জনসাধারণকে দ্রুত বিচার লাভের সুবিধা দিতে অষ্টআশি (৮৮)টি নতুন ফাস্ট ট্র্যাক আদালত, পঁয়তাল্লিশ (৪৫)টি মহিলা আদালত, ঊনিশ (১৯)টি মানবাধিকার আদালত ও তিন (৩)টি সি বি আই আদালত স্থাপন করা হয়েছে বা প্রজ্ঞাপিত করা হয়েছে।

আমাদের সরকার পুলিশের লোকবল তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ৪০০ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ৪০,০০০ জন কনস্টেবল এবং নিয়মিত পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য ১,৩০,০০০ জন অসামরিক পুলিশ স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করেছে। প্রচুর সংখ্যক মহিলা কনস্টেবল নিযুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের সরকার শহরাঞ্চলে পুলিশি ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বর্ধিত অধিক্ষেত্র সহ কলকাতা পুলিশ এবং পাঁচটি নতুন পুলিশ কমিশনারেট অন্তর্ভুক্ত। গোয়েন্দা নজরদারি ব্যবস্থা (আই এস এস)-র অধীনে কলকাতার কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বহু সংখ্যক ক্লোজড্-সার্কিট ক্যামেরা বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং 'নিরাপদ শহর' প্রকল্পের অধীনে অন্য সবকটি কমিশনারেটে অনুরূপ প্রকল্পসমূহের কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। জনসমাগমের উপর নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি চালানোর জন্য রাজ্যে 'দুর্দান্ত' নামক একটি চালকবিহীন আকাশযান (ইউ এ ভি) ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আরও ইউ এ ভি সংগ্রহ করা হচ্ছে।

আমরা আনন্দিত যে দার্জিলিং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হয়ে চলেছে। দার্জিলিং-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস পালন রাজ্য সরকারের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এছাড়াও ভগিনী নিবেদিতা 'রায় ভিলা' নামে যে বাড়িটিতে তাঁর শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন সেই বাড়িটি নবকলেবরে সজ্জিত করে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে।

রাজ্যে গত আড়াই বছরে লক্ষ্যনীয়ভাবে প্রতি এক লক্ষ জীবিত শিশুর জন্মের সময় প্রসূতি মৃত্যুর হার ১৪৫ থেকে কমে ১১৭ হয়েছে, অর্থাৎ প্রসূতি মৃত্যুর হার ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গত এক বছরে ষাট (৬০)টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান থেকে সাতচল্লিশ (৪৭) লক্ষ ক্রেতা আনুমানিক ১৯০ কোটি টাকা মূল্যের অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র, স্টেন্ট ও অস্থি-চিকিৎসা সংক্রান্ত সামগ্রী ক্রয় করে উপকৃত হয়েছেন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে সমস্ত রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করতে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের সরকার এই পঞ্জিবর্ষের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ, জেলা হাসপাতাল ও মহকুমা হাসপাতালে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) পদ্ধতিতে ডিজিটাল এক্স-রে, এম আর আই, সি টি স্ক্যান ও ডায়লিসিসের জন্য সাতচল্লিশ (৪৭)টি ন্যায্য মূল্যের উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন রোগনির্ণয় কেন্দ্র (ফেয়ার প্রাইস হাই-এন্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার)-ও চালু করতে চলেছে। আসানসোল, বর্ধমান, খড়গপুর, ইসলামপুর, সিঙ্গুর, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং এম আর বাঙ্গুর জেলা হাসপাতালে নয় (৯)টি ট্রমা কেয়ার সেন্টারও স্থাপন করা হচ্ছে।

এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, দেশে সার্বিক কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উৎপাদনকারী রাজ্য

হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ২০১২-১৩ সালের 'কৃষি কর্মণ' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। চলতি বছরে সর্বকালীন নজির হিসাবে ১৭৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আমাদের সরকার ২০১১-র মে মাস থেকে কৃষকদের ২৩ লক্ষেরও বেশি নতুন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদানে সফল হয়েছে।

আমাদের সরকার এই প্রথমবার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য তিনটি নতুন প্রত্যক্ষ-সুবিধা হস্তান্তর কর্মপ্রকল্প (ডাইরেক্ট-বেনিফিট ট্রান্সফার স্কিমস্), যথা— কৃষিকার্যে যন্ত্র ব্যবহার, ছোটোখাটো কৃষি সরঞ্জাম এবং বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান— চালু করেছে যার দরুণ কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি নগদ অর্থ জমা করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যেই ৬৭,০০০-এরও বেশি কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

সরকারি কৃষি খামারের তিনশ ছাব্বিশ (৩২৬)টি জলাশয়ে মৎস্য চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মপ্রকল্প ও কর্মসূচিগুলির সমন্বয়ের সাফল্য তুলে ধরবে। আমার সরকার কৃষিজ পণ্যের প্রাথমিক বিপণনের জন্য পরিকাঠামো তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাবে সম্প্রসারিত করছে এবং তার অঙ্গ হিসাবে হিমঘর-সহ একশ ছিয়াত্তর (১৭৬)টি 'কৃষক বাজার' গড়ে তোলা হচ্ছে। একশ সাত (১০৭)টি স্থানে জমি চিহ্নিত করার পর কাজ শুরু করা হয়েছে।

আমাদের সরকার রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ২০১১-র মে মাস থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৫৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সরকার একটি বহুক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকার সবকটি উর্দুভাষী অধ্যুষিত এলাকায় উর্দু মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৫টি জেলায় ১৫১টি ব্লকের জন্য ১১০০.৭০ কোটি টাকার পরিকল্পনা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। আমাদের সরকার এই রাজ্যের ১৮টি জেলাতেই সংখ্যালঘু ভবন স্থাপন করছে। আমাদের সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য একশ নয় (১০৯)টি বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি অনুমোদন করেছে।

'কন্যাশ্রী প্রকল্প' চালু করা গত বছর আমাদের সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য— কন্যা-শিশুরা যাতে বিদ্যালয়/মাদ্রাসা, মুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ এবং বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যাপৃত থাকতে পারে সেই লক্ষ্যে এটি একটি সামাজিক সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ। ১৮ বছরের আগে বিবাহের বিষয়টি প্রতিরোধ করাও এর লক্ষ্যে। এখনও পর্যন্ত এর অধীনে ৯.২৯ লক্ষ উপকারভোগীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মোট ১৬ লক্ষ উপকারভোগীকে নির্বাচিত করার লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমাদের সরকার তার কার্যকালে আট (৮)টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করেছে। সেগুলি হলো কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোলে কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মণ্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সল্টলেকে টেকনো-ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও নিউ টাউনে প্রস্তাবিত সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য শিলান্যাস করা হয়েছে।

২০১৩-র জুলাই থেকে নয়টি সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষামূলক কাজকর্ম শুরু করেছে এবং বর্তমানে ৩১টি নতুন সরকারি কলেজ নির্মাণের কাজ চলছে। এর মধ্যে জঙ্গলমহল এলাকায় চারটি কলেজ নির্মিত হচ্ছে এবং ২০১৪-র জুলাই মাস থেকে এখানে পঠন-পাঠন শুরু হবে। জলপাইগুড়ির

বানারহাটে রাজ্যের প্রথম হিন্দি মাধ্যম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং ২০১৪-র আগষ্ট থেকে এখানে শিক্ষাদানের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আমাদের সরকার একটি বলিষ্ঠ প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। বিগত এক বছরে, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে ভারসাম্য আনতে সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। ৯৯ শতাংশেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৯৮ শতাংশেরও বেশি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় মিড-ডে মিল কর্মসূচির আওতাভুক্ত হয়েছে। ৯৮.২৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে শৌচাগার এবং ৮২ শতাংশেরও বেশি বিদ্যালয়ে বালিকাদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকায় বিদ্যালয় অনাময় কর্মপ্রকল্পের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের সাফল্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

দার্জিলিং থেকে জঙ্গলমহল, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ, নবান্ন থেকে উত্তর কন্যা, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দেকান থেকে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক, অভিনব পাওয়ার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, শিল্প থেকে কৃষি, গ্রাম থেকে শহর - সর্বত্রই বাংলা চলেছে উন্নয়নের পথ ধরে। ৩৪ বছরের দেনাগ্রস্থ কোষাগার কে মাথায় নিয়ে আমাদের পথ চলা। যারা সি.পি.এম. বা বামফ্রন্ট সরকারকে দরাজ হাতে ঋণ নিতে দিয়েছেন - তারাই আমাদের সরকারের তিনটি আর্থিক বছরে বাংলাকে দিয়েছেন লাঞ্ছনা, বঞ্চনা।

স্বাধীনতার পর ৬৬ বছরের মধ্যে বামফ্রন্ট আমল পর্যন্ত মোট সরকারী কলেজের সংখ্যা ৩৮ টি, যারমধ্যে বামফ্রন্টের আমলে তৈরী হয়েছিল মাত্র ৩ টি সরকারী কলেজ। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার **নতুন ৩১ টি সরকারী কলেজ** গঠনের সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪ টি কলেজ -এর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে। বানারহাটে প্রথম হিন্দি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারী উদ্যোগে পি.পি.পি. মডেলে আরো ১৪টি কলেজ তৈরী হচ্ছে।

আবার এই রাজ্যে মোট **৫টি সরকারী ও ৩টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর ব্যবস্থা** নেওয়া হয়েছে— বর্ধমানে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মণ্ড হারবারে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারহাটে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, টেক্‌নো বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাড্‌ামাস বিশ্ববিদ্যালয়, সিকম বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। কল্যানীতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (ত্রিপল্- আই টি) বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর সবুজ সংকেত পাওয়া গেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং সকলকেই শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার লক্ষে-ই আমাদের সরকারের এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ।

এদিকে আড়াই বছরে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে **১০ হাজার শয্যা বৃদ্ধি** করা হয়েছে। **নতুন করে ৩৪ টি মাল্টি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল** তৈরী হচ্ছে।

অনেকগুলি **মাদার কেয়ার** ইউনিট চালু হয়েছে। ১৯৮ টি SNSU ও ৩৭ টি SNCU ইউনিট শিশুদের জন্য তৈরী হয়েছে। আরও ১৩ টি SNCU ইউনিট তৈরী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে যার মধ্যে ৫ টির কাজ শুরু হয়ে গেছে। ৮টির কাজ চলছে।

রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে বামফ্রন্ট ও সি.পি.এম. আমল পর্যন্ত সম্ভবত ১,৩৫০ টি ছাত্র ভর্তির আসনের সুযোগ ছিল। আর আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকারের আড়াই বছরে ডেন্টাল কলেজ সহ **আমরা বৃদ্ধি করেছি ২,৭০০ টি আসন**। সরকারী উদ্যোগে আরও ৫ টি মেডিকেল কলেজ তৈরী হচ্ছে - পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এবং বীরভূমের

রামপুরহাটে। বেসরকারী উদ্যোগেও পি.পি.পি. মডেলেও ৩ টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠছে - ভাঙর, ধুবুলিয়া ও কোচবিহারে।

বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা ও বাংলা মায়ের যন্ত্রণায় গনতান্ত্রিক ভাবে বাংলার আপামর জনসাধারন প্রতিবাদে এগিয়ে আসুন। আপনাদের গনতান্ত্রিক ভোট আমাদের চলার পথে ভরসা। কেন্দ্রের বৈষম্য, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সারা জীবন। বাংলার মা-মাটি-মানুষ আমাদের সব লড়াইতে আপনারা আমাদের কাজ করার প্রেরণা জুগিয়েছেন। আপনারাই আমার পথ চলার শক্তি - সবচেয়ে বড় আশ্রয়। আপনাদের কাছে আমার স্বনির্বন্ধ আবেদন ও নিবেদন - সর্বত্র সর্বভারতীয় তৃণমূলকংগ্রেসের প্রার্থীদের 'ঘাসের উপর জোড়া ফুল' চিহ্নে বোতাম টিপে নির্বাচিত করুন। বাংলার ভবিষ্যৎ কে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করুন।

বাংলার ভাষা, ভারতের দিশা - বাংলার পথ, ভারতের ভবিষ্যৎ।

বাংলাকে দিল্লির এত বঞ্চনা কেন - এর জবাব চাই-ই।

আগামী লোকসভা নির্বাচন পশ্চিমবাংলায় পাঁচটি পর্যায়ে হতে চলেছে— **১৭ এপ্রিল**— কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। **২৪ এপ্রিল**— রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ। **৩০ এপ্রিল**— হাওড়া, হুগলী, আরামবাগ, বর্ধমান পূর্ব, দুর্গাপুর, বোলপুর, বীরভূম, শ্রীরামপুর ও উলুবেড়িয়া। **৭মে**— ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আসানসোল এবং **১২ মে**— বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, কলকাতা (উত্তর), কলকাতা (দক্ষিণ), যাদবপুর, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মণ্ডহারবার, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল।

তাই এই রাজ্যের জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানাতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকংগ্রেস ৪২টি আসনেই এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

কেন্দ্রে এমন একটি সরকার স্থাপন করারই আমাদের লক্ষ্য হবে— যা হবে স্থায়ী, গণতান্ত্রিক এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ। পাশাপাশি কেন্দ্রে দরকার এমন একটি সরকার যারা পশ্চিমবাংলাকে সাহায্য করবে, বাংলার উন্নয়নের কথা ভাববে।

এই শতকের পশ্চিমবাংলা যাতে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, প্রযুক্তিতে, সমৃদ্ধিতে আবার ভারতকে পথ দেখানোর আসনে বসতে পারে— সেটাই আমাদের লক্ষ্য। এবারের লোকসভা ভোটে সেই পথই প্রসস্ত করার সুবর্ণ সুযোগ।

জয়হিন্দ　　বন্দেমাতরম　　খোদা হাফেজ

১৮ মার্চ ২০১৪
কলকাতা

(মমতা ব্যানার্জী)
সভানেত্রী, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

কেন্দ্রে তৃণমূলকংগ্রেসের নেতৃত্ব ক্ষমতায় এলে যে ভিশন্ ও মিশন্ নিয়ে কাজ করতে চায়

গত দশকের ভয়াবহ অপশাসন আমাদের দুর্বল করেছে। পঙ্গু করেছে। আমাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে এবং আমাদের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি করেছে। পাশাপাশি, নীতিভ্রষ্ট শাসনে সর্বস্তরে বাসা বেঁধেছে অবিচার, অসাম্য, আর্থিক মন্দা এবং দুর্নীতি।

এবার পরিবর্তনের সময় এসেছে।

সময় এসেছে নতুন ভারত গড়ার।

মতাদর্শগতভাবে আমরা মানুষের পক্ষে। এমন একটা সরকার আমরা গঠন করতে চাই, যে সরকার হবে মানুষের তৈরি, মানুষের জন্য মানুষের সরকার।

আমাদের উদ্দেশ্য- শাসন ব্যবস্থার সর্বস্তরে একটা জনকেন্দ্রিক-স্বচ্ছ-সমস্ততার প্রবর্তন করা। সরকারের সব নীতি তৈরি হবে এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, এই মূল্যবোধকে মাথায় রেখেই।

সরকারের সব নীতি প্রণয়ন হবে জনমুখী, শিল্পের পক্ষে এবং কৃষক স্বার্থবাহী।

আমাদের বিনম্র প্রচেষ্টা, একটা গতিময় ভারত গড়ে তোলা। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সগর্বে দেশকে উর্দ্ধে তুলে ধরা।

আমাদের বার্তা আশা আর পরিবর্তনের। বার্তা আমাদের, দেশের সমস্ত ভাই-বোনের স্বপ্নকে সাকার করে তোলা।

ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের আদর্শ। সংখ্যালঘুর পূর্ণ-সুরক্ষা আমাদের ব্রত।

দেশের গরিব মানুষের জন্য খাদ্য-আশ্রয় এবং জীবিকার বন্দোবস্ত করা আমাদের প্রাথমিক কাজ। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এইসব সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে, আমাদের দলের পক্ষ থেকে, যথাযথ এবং স্পষ্ট অভিমুখ সম্পন্ন এই ইস্তাহার পেশ করা হচ্ছে।

(১) অপূর্ব বৈচিত্র্যময় এক ঐক্যবদ্ধ ভারত আমাদের প্রত্যয়।
এমন এক ভারতকে আমরা প্রকট করব, যেখানে, সবটুকু বৈচিত্র্য স্বমহিমায় সুরক্ষিত থেকেও ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী একটা দেশ হাজির হবে।

(২) আমাদের প্রতীতি : ধর্মনিরপেক্ষ ভারত।

(৩) দেশের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি যে দায়বদ্ধতার কথা বলা আছে, নীতিগতভাবে কিংবা কার্যত তা কখনওই প্রয়োগ করা হয়নি। তাই, স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরে, এখন সময় এসেছে চাই রাজ্যগুলির আরও ক্ষমতায়ন। কেন্দ্র যেমন তার নিজস্ব এলাকা, বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সামলাচ্ছে, তার প্রতি মনোনিবেশ করুক।

(৪) দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশই সংখ্যালঘু, তপশিলি জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির আওতাভুক্ত। এঁদের একটা বড় অংশ এখনও, আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির একেবারে প্রান্ত সীমায় রয়েছেন। সমাজের মূল স্রোতে সেইসব মানুষদের নিয়ে আসতে হবে। তাঁদের ক্ষমতাবান করতে হবে। যাতে তাঁরা সম্মান এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাঁচতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

● এই লক্ষ্যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্যে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এর এক উজ্জ্বল উদাহরণ পশ্চিমবাংলা। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণের মাধ্যমে যে কাজটা এরাজ্যে হয়েছে, তাতে সংখ্যালঘুদের মধ্যের একটা অংশও ওবিসি'র আওতাভুক্ত হয়েছে। বাংলার মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশই ওবিসি ভুক্ত। এই অংশের সংরক্ষণের ফলে, বাংলার ৯৪ শতাংশ মুসলিম মানুষ এই সুবিধের আওতায় এসেছেন। এবং তাঁরা ওবিসি'র সমতুল্য সুযোগ উপভোগ করছেন।

পাপাপাশি, তপশিলি জাতি-উপজাতির সংরক্ষণের বাইরে, ওবিসি'র জন্যে উচ্চশিক্ষায় যে সংরক্ষণের বন্দোবস্ত হয়েছে, তাতে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের ৯৪ শতাংশ মানুষের কাছেও উচ্চশিক্ষার প্রবেশদ্বার খুলে গেছে। বিরাট একটা সুযোগ এসেছে তাঁদের সামনে। এবং সার্বিকভাবে আসন সংখ্যা বাড়িয়েই, সাধারণ শ্রেণির আসন সংখ্যা না কমিয়ে এই কাজটা করা হয়েছে।

● ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু যাঁরা তাঁদের নিরাপত্তা এবং স্বার্থ-সুরক্ষিত রাখার প্রতি আমরা দায়বদ্ধ।

● দলিত, আদিবাসী এবং ওবিসি-দের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের মাধ্যমে, সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

● ওবিসি, তপশিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জাতিগত শংসাপত্র বিলির কাজকে আরও তরান্বিত করে, জমে থাকা কাজের দ্রুত নিস্পত্তি করা হবে।

● সারা দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে পিছিয়ে পড়া অংশকে বিপিএল-এর সমপর্যায়ভুক্ত করা হবে।

(৫) জনসংখ্যার মধ্যে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সাধারণ শ্রেণিভুক্তদের জন্য একটি নতুন প্রকল্প **'অধিকার'** চালু হতে চলেছে। এই প্রকল্পে, তাঁদের বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং রোজগারের দিকে নজর দেওয়া হবে। আমরা, সাধারণ শ্রেণিভুক্ত যুবাদের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-ঋণে সুদের ওপর বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করব। এবং স্বউদ্যোগীদেরও সাহায্য দেব।

(৬) দেশের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার প্রতি রয়েছে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। আমরা পশ্চিমবাংলায় ইতিমধ্যেই একটা নীতি কার্যকর করেছি। তা হল এই - জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং মিউনিসিপ্যালিটি— যেখানে বসবাসকারী মানুষের ১০ শতাংশ যে ভাষায় কথা বলেন, সেই ভাষাকে, সেই সেই জায়গায় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এবং এভাবেই, বাংলা-নেপালী আর উর্দু ছাড়াও হিন্দি-সাঁওতালি-ওড়িয়া-পাঞ্জাবি ভাষা যেখানে প্রয়োজন, সরকারি ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে।

(৭) সারা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা।

● আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মূলে রয়েছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীশক্তির বিকাশ ঘটানো। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি'র সর্বস্তরে মহিলাদের শক্তি বৃদ্ধি আমাদের মূল লক্ষ্য।

● শিশু কণ্যাদের অধিকার সুরক্ষিত করে তাদের বিকাশের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(৮) ''কর্মহীন বৃদ্ধি'' গণতন্ত্রের পক্ষে অসহ্য এবং বিপজ্জনক। কর্মসংস্থান এবং বৃদ্ধি একে অপরের পরিপূরক। এই কথা মাথায় রেখেই দেশের বর্তমান আর্থিক নীতির পুনর্বিবেচনা করব আমরা। যেখানে, কর্মসংস্থান হবে ভবিষ্যৎ আর্থিক বৃদ্ধির ভরকেন্দ্র। ভারতের জন-বিন্যাসের চেহারাটার

প্রতি নজর রেখেই এই কাজটা করতে হবে।

(৯) কৃষক-শ্রমিক-উচ্চপদস্থ বেতনভূক কর্মচারী থেকে শুরু করে গৃহবধূ পর্যন্ত— সারা দেশের মানুষ ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত। এই জন্য মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ হবে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ক্রমাগত পেট্রোল-ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাদের কষ্ট আমাদের গভীরভাবে আহত করেছে। হঠাৎ করে রান্নার গ্যাসের ওপর ভর্তুকি তুলে দেওয়ায় মা-বোনেদের হেঁসেলে যে চাপ বেড়েছে তাতেও আমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছি। এটা আমরা বরদাস্ত করি না। আমরা এর প্রতিবাদ করেছি। সাধারণ মানুষের স্বার্থেই আমরা একারণেই UPA-2 সরকার থেকে বেরিয়ে এসেছি।

সারের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে দেওয়ায় কৃষকের যে কষ্ট তাও খেয়াল করেনি ইউ পি এ দুই সরকার। আমরা প্রতিবাদ করেছি। কৃষকের স্বার্থ রক্ষার্থেই আমরা UPA-2 সরকারে থাকতে পারিনি।

(১০) একই সঙ্গে আমরা খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও আমাদের সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছি। দেশ জুড়ে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে। UPA-2 সরকারের নীতির ফলে সে স্বার্থ রক্ষিত হয়নি। আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখাটাকে আমাদের কর্তব্য মনে করেছি। আমাদের ইস্তেহার UPA-2 সরকারের, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে বিদেশী বিনিয়োগের এই নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা এ ব্যাপারে সবসময়ই মানুষের পক্ষে। আমাদের প্রতিবাদেও সরকার কর্ণপাত করেনি। আমাদের লক্ষ্য— মানুষের স্বার্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে হবে। এবং মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করা চলবে না। UPA-2 সরকার বরং বিদেশী পুঁজির দালালি করেছে। তাদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। সরকার থেকে বেরিয়ে আসার এটাও একটা কারণ। রাজনৈতিক কূট কৌশলের থেকে আদর্শ এবং নীতিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

(১১) বীমা ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগেরও বিরোধিতা করেছি আমরা। সাধারণ মানুষের সারা জীবনের জমানো পুঁজি নিয়ে নয়ছয় করার বিরুদ্ধে আমরা। UPA-2 সরকার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা স্টক মার্কেটে খাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং এক্ষেত্রেও আমাদের প্রতিবাদে তারা কর্ণপাত করেনি।

(১২) প্রথম থেকেই আমরা এস ই জেড-এর বিরুদ্ধে। আমরা প্রথম থেকেই এর প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলাম। এখন লোকে বুঝেছে যে, 'SEZ' নীতি ব্যর্থ। এবং এটা হল জমি মাফিয়াদের জমি হাতাবার একটা রাস্তা করে দেওয়া। আমরা পরিস্কারভাবে বলতে চাই, কখনই আমরা চাই না জোর করে জমি অধিগ্রহণ করে গুটি কয়েক কর্পোরেটের স্বার্থ সিদ্ধি করা। তাই আমরা বরাবর এর বিরুদ্ধে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের এই প্রতিবাদেও কেন্দ্রের UPA-2 সরকার কর্ণপাত করেনি।

(১৩) সরকারকে মানুষের প্রতি আরও দায়বদ্ধ করার লক্ষ্যে, আমরা প্রশাসনিক সংস্কারের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেব। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, সারা দেশে, সব ধরণের ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রকে আরও জোরালো এবং সর্বজনীন করে তোলা হবে।

আমরা এমন একটা "ই-কাঠামো" গড়ে তুলব, যার সাহায্যে সমস্ত সরকারি প্রকল্পের গতিপ্রকৃতির নজরদারি চালানো সম্ভব হবে, এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরকারি কাজ শেষ হচ্ছে কি না সে দিকে খেয়াল রাখা যাবে।

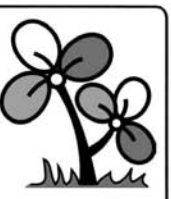

(১৪) দুর্নীতি দূর করতে, সারা দেশের সব রাজ্যে লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত চালু করা হবে।

(১৫) পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে আমরা আরও সুগভীর করব। গ্রামসভার অধিকারকে সুরক্ষিত করব।

(১৬) দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপরাধীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে আটকাতে, আমরা সামগ্রিক ভাবে নির্বাচনবিধি সংস্কারের পক্ষপাতী।

আমরা বিশ্বাস করি, দুর্নীতিহীন রাজনীতির লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য, সময় হয়েছে, সরকারি তহবিলে নির্বাচন, যা ইতিমধ্যেই ইউ.কে, জর্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, কানাডা, ব্রাজিল, আর্জেন্তিনা, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে চালু হয়েছে।

(১৭) গরিব মানুষ যাতে দ্রুত এবং সময়সীমার মধ্যে বিচার পান, সেই লক্ষ্যে বিচারব্যবস্থার আমূল সংস্কার চাই আমরা।

- বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে, একে জনমুখী করে তোলার লক্ষ্যে একটা রিভিউ কমিটি গঠন করা হবে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলী দেখভাল করার জন্য আমরা মানবাধিকার আদালত গড়ব।
- দেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে, এখনি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য পৃথক আদালত হওয়া দরকার।
- মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনার দ্রুত বিচারের জন্য সারা দেশে ফাস্টট্রাক কোর্ট গঠন করা দরকার, যাতে দোষীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়। আমরা জানি যে, Justice delayed is justice denied.
- এইজন্য উচ্চ এবং নিম্ন আদালতে বেশি সংখ্যায় বিচারপতি নিয়োগ আমাদের লক্ষ্য।

(১৮) সময়সীমা নির্দিষ্ট করে "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" আমাদের লক্ষ্য। এই জন্য—

- ভারতের প্রতিটি গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হবে।
- "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" প্রকল্পের কেন্দ্রে থাকবে মা ও শিশুর যত্ন।
- একটি নির্দিষ্ট পারিবারিক আয়ের নীচে বসবাসকারী, দেশের সমস্ত প্রবীন নাগরিককে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে।
- প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যবীমার আওতায় নিয়ে আসার প্রতি আমরা দায়বদ্ধ।
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রতিষেধক এবং প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- ডাক্তার, নার্স, চিকিৎসা সহায়ক, রোগনির্ণয়ের কাজে যুক্ত কর্মী এবং প্রশিক্ষিত দাই-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
- সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার পূর্ণাঙ্গ চেহারা দিতে, জি ডি পি'র একটা বড় অংশ যাতে এই খাতে ব্যয় হয়, তার প্রতি আমরা দায়বদ্ধ।

(১৯) জনমুখী বিকাশের অন্যতম সূচক হল যথাযথ গ্রামীণ রাস্তা। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ১০০ শতাংশ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা কায়েম করা আমাদের লক্ষ্য। একই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য থাকবে, সমস্ত রাজ্য সড়ক এবং জেলা সড়কের সঙ্গে জাতীয় সড়ককে যুক্ত করা।

(২০) স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরে, এখনও গ্রামের মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায়নি। এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয়। আমরা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে, তার মধ্যে, জনসংখ্যার ১০০ শতাংশকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের আওতায় আনব। গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রতি বিশেষ নজর রেখে, আমাদের চেষ্টা থাকবে, উপযুক্ত মাধ্যমে নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা।

সারা দেশের খরা প্রবণ, শুকনো-ঊষর এলাকায়ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজে আমরা বিশেষ উদ্যোগ নেব। একই সঙ্গে, যে সব এলাকার জলে লবণ-আর্সেনিক এবং ফ্লোরাইড বেশি, সেখানেও বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হবে।

(২১) জাতীয় যুবা ভিস্তা— এই সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, সারা দেশের গ্রামীণ এবং শহুরে যুবাদের জন্য একটি ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হবে।

(২২) প্রতিভবান যুবাদের জন্য একটি ট্যালেন্ট ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা হবে। এর মাধ্যমে যুবারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা আদান প্রদান, চুলচেরা গবেষণা-বিশ্লেষণের বিনিময়ে করতে পারবেন। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসীরাও এর আওতায় আসবেন।

(২৩) সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় জিডিপি'র একটা বড় অংশ যাতে বরাদ্দ হয়, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। বস্তুতঃ, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহাবিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জিডিপি'র একটা বড় অংশ বরাদ্দ করতে আমরা দায়বদ্ধ।;

শিক্ষানীতিকে কর্মমুখী করে তোলার জন্য দেশজুড়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে।

- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উচ্চমানের কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- দেশে চারটি নতুন ''অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইন্সটিটিউট'' পত্তন করা হবে।
- মাদ্রাসাগুলির চাহিদা অনুযায়ী তাদের ক্ষমতায়ণ হবে এবং মূলধারার সঙ্গে তাদের যুক্ত করা হবে।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেভাবে হয়, সেভাবেই ছাত্রদের জন্য একটা দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় শিক্ষা-ঋণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

(২৪) আমরা একটি জাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করব। যা সব রাজ্যেই কাজ করবে। সেখানকার, আঞ্চলিক এবং ঐতিহ্যশালী প্রাচীন সংস্কৃত চর্চার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে এবং তাকে উদ্দীপিত করবে।

- গ্রামীণ শিল্পী এবং লোক শিল্পীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। এবং স্বাস্থ্যবীমার বন্দোবস্ত করা হবে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলায় সার্থকভাবে একাজটা হয়েছে।
- আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, যেমন, আঞ্চলিক চলচ্চিত্র, নাটক, যাত্রা, ইত্যাদির বিকাশের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(২৫) সারা দেশের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোকে চিহ্নিত করে, তাদের ক্ষমতায়ণের মাধ্যমে মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার কাজের প্রতি, বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

(২৬) পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। উত্তর ভারতের তিন পাহাড়ী রাজ্য এবং বিখ্যাত "7 sisters" ছাড়াও দার্জিলিং-সহ অন্যান্য পাহাড়ী এলাকার জন্যও বিশেষ প্রকল্প চালু করা হবে।

(২৭) উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি - ত্রিপুরা, মনিপুর, আসাম, অরুনাচল প্রদেশ, সিকিম, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়া জন্য বিশেষ আর্থিক অনুদান থাকা সত্ত্বেও, তাদের বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন যথাযথ হয়নি। একারণেই, বাস্তবসম্মত - জনমুখী - পরিবেশ বান্ধব - দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের দিকে নজর দেব আমরা। দেশের ৬৬ শতাংশ বনাঞ্চল রয়েছে এখানে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও ঐতিহ্যশালী বয়ন শিল্পেরও সুযোগ রয়েছে। আর রয়েছে পর্যটন শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা। আশিয়ান দেশগুলোর প্রবেশদ্বার হিসেবে এবং "লুক ইস্ট" নীতির প্রবেশদ্বার হিসেবেও এই অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(২৮) ঝাড়খন্ডে পিছিয়েপড়া মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের পরিস্থিতি খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সকল পিছিয়েপড়া মানুষের সামগ্রিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে ঝাড়খন্ডের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

(২৯) পর্যটন কর্মসংস্থান তৈরি করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এখানে কাজ পেতে পারেন। কর্মসংস্থানের এই ক্ষেত্রটিকে আরও উদ্দীপিত করে আমরা একে শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করব। ভবিষ্যতের পর্যটন শিল্পের জন্য আমরা একটা জাতীয় পর্যটন উদ্যোগ তৈরি করব। এর উদ্দেশ্য হবে, বর্তমানে সারা দেশের পর্যটন-সহ সামগ্রিকভাবে, পর্যটনের জন্য যথাযথ পরিকাঠামো প্রস্তুত করা।

(৩০) কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পরিষেবা, মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্রের বিকাশ-বৃদ্ধির প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব থাকবে।

- কৃষক যাতে ধান-গম-পাট ইত্যাদির যথাযথ সংগ্রাহক মূল্য পান সেদিকে নজর থাকবে আমাদের। এবং এর বন্দোবস্তও করা হবে।
- কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটাতে আমরা বিশেষভাবে উদ্যোগী হব।
- উচ্চমানের বীজের উৎপাদন-সরবরাহ এবং গবেষণার ওপর বিশেষ নজর থাকবে আমাদের।
- শস্যের নানাবিধকরণ এবং বহুমুখীকরণ মারফত্ কৃষকের রোজগার বাড়াবার প্রতি আমাদের বিশেষ উদ্যোগ থাকবে।
- কৃষকের জন্য বিশেষ ঋণনীতি তৈরি করব আমরা।
- যে সব ক্ষুদ্রচাষী ধার নিয়ে শোধ করতে পারেন না, তাঁদের রাষ্ট্রীয় ঋণ-মুকুব প্রকল্পের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হবে।
- কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের শিল্পায়নের মাধ্যমে আমরা একটি গ্রামকেন্দ্রিক এবং জনমুখী নীতির মাধ্যমে গ্রামীণ বেকার সমস্যা সমাধানের বন্দোবস্ত করব।
- ভবিষ্যতের কথা ভেবে, একটি সুসংহত নতুন প্রকল্প রূপায়ণ করব আমরা, যাতে, কৃষকের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে।

● ভূমিহীন কৃষকের জীবিকা নির্ধারণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেব আমরা।

● উপকূলবর্তী এবং অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্য আমরা একটা সুসংহত প্রকল্প তৈরি করব, যাতে এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধি ঘটে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবিদের স্বার্থ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রেখেই এই প্রকল্প তৈরি হবে।

● রাষ্ট্রীয় প্রাণি সম্পদ নীতির পুনর্বিবেচনা করে তা পুনর্গঠন করব আমরা। সারা দেশের ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক আর প্রাণিসম্পদ উৎপাদনকারীর স্বার্থ সুরক্ষিত হবে এতে।

(৩১) ক্ষুদ্র-অতিক্ষুদ্র এবং মধ্যম বর্গীয় শিল্পদ্যোগের ক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন রাষ্ট্রনীতি তৈরি করব এবং তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাব। যাতে করে, তৃণমূল স্তরে কর্মসংস্থান এবং নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করবে।

(৩২) এখন সময় এসেছে, সকলের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে একটা সামগ্রিক, দীর্ঘমেয়াদি শিল্পনীতি প্রণয়ন করার। বর্তমান উৎপাদন নীতিরও পূণর্মূল্যায়ন করতে হবে। খনি-বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনিয়ারিং এবং উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসংস্থানের বন্দ্যোবস্ত করার কথা মাথায় রেখেই রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির কাঠামো তৈরি হবে।

(৩৩) দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি তথ্যপ্রযুক্তি নীতি তৈরি করব আমরা, যেখানে হার্ডওয়্যার ও সফ্‌টওয়্যার-এই দুইয়ের ওপরেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। এবং তা হবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনশীল এই প্রযুক্তির কথা মাথায় রেখেই।

(৩৪) অসংগঠিত এবং অপ্রচলিত শিল্প ক্ষেত্রের শিল্পদ্যোগীদের মূলস্রোতে আনা এবং তাঁদের শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই সব ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার প্রতিও নজর দেওয়া হবে।

(৩৫) শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব থাকবে এমন একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে, তাদের মারফত্ শ্রমবান্ধব আইন প্রণয়ন করা হবে।

(৩৬) বহু বছর ধরে প্রকৃতিকে বিক্ষত করা হচ্ছে। এই জন্য একটি বাস্তবমুখী-জনমুখী পরিবেশ আইন তৈরি করা হবে।

(৩৭) যান চলাচলের অত্যাধিক বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে, সারা দেশে একটি সুদূরপ্রসারী মোটর ভেহিকেল আইন তৈরি করা হবে।

(৩৮) সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো আমরা তৈরি করব, যাতে, গ্রাম থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য এবং রাজ্য থেকে জাতীয় স্তর জুড়ে উন্নত পরিষেবার বন্দ্যোবস্ত হবে।

(৩৯) হাইওয়ে করিডর প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের, পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের— কাশ্মীর থেকে কণ্যাকুমারী, কোহিমা থেকে দ্বারকা জুড়ে যাবে। এই উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম করিডরের নাম হবে "চার বোন"।

(৪০) সকলের স্বার্থরক্ষা করে একটি পূর্ণাঙ্গ, দীর্ঘমেয়াদি, সুদূরপ্রসারী সংস্কার প্রয়োজন ভারতীয় রেলের। "ভিসন ২০২০", যা ২০০৯-এ লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল, তাকে আরও

কার্যকরী করে প্রয়োগ করা হবে।

(৪১) নদী পথে চলাচলের জন্য আমরা নদী যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করব। এতে পণ্যপরিবহণ, পর্যটকদের নৌবিহার এবং ''হেরিটেজ ট্যুরিজম''-এর ব্যবস্থা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় যুক্ত হবে, গঙ্গা-হুগলী-ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা-ব্রাহ্মী-মহানদী-কৃষ্ণা-গোদাবরী-নর্মদা-সুন্দরবনের বদ্বীপ অঞ্চল-কেরালার খাড়ি এবং অন্যান্য নদী ও জলভাগ।

(৪২) সরকারের বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের বৃদ্ধির জন্য একটি জনমুখী-শিল্পমুখী-পরিবেশবান্ধব-কর্মসংস্থানমুখী ''পিপিপি'' কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে।

(৪৩) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি-উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগনীতির প্রবর্তন করা হবে।

(৪৪) ব্রিটিশ আমলে তৈরি আই পি সি এবং সি আর পি সি-র পুণর্মল্যায়ণ করে তার পূণর্গঠন হবে। অবশ্যই বর্তমানকে মাথায় রেখে। মহিলাদের ওপর নির্যাতন রোধে কঠিন আইন প্রণয়ন হবে।

(৪৫) কৃষকের স্বার্থ পুরোপুরি সুরক্ষিত রেখে জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধন করা হবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গে যে 'জমি-বিল' করেছি তাতে জোর করে জমি অধিগ্রহণ, তা সরকারের দ্বারাই হোক বা কোনও ব্যক্তি মালিকের দ্বারাই হোক— বরদাস্ত করা হবে না।

(৪৬) নতুন জমি ব্যাঙ্ক এবং জমি ব্যবহার নীতির প্রবর্তন হবে।

(৪৭) দেশের কোথাও জোর করে জমি অধিগ্রহণ আমরা বরদাস্ত করব না।

(৪৮) নতুন অরণ্য আইন তৈরি করা হবে। আদিবাসী এবং অরণ্যবাসীদের অধিকার পুনর্স্থাপন করা হবে।

(৪৯) ''সকলের জন্য বিদ্যুৎ''-এর লক্ষ্যে নতুন শক্তিনীতির প্রবর্তন হবে। ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে।

এই নতুন শক্তিনীতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস, তাপ এবং জল বিদ্যুৎ শক্তি, সি বি এম এবং বাকি সমস্ত অচিরাচরিত শক্তির উৎসের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

(৫০) সারা দেশ জুড়ে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

(৫১) বৃষ্টির জলকে ধরে রাখা এবং জল সরবরাহ, গৃহস্থলীতে জলের ব্যবহার এবং সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

(৫২) কর্মসংস্থানমুখী নতুন শিক্ষানীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(৫৩) কালোটাকা চিহ্নিত করে, তা দেশি-বিদেশি ব্যাঙ্ক-সহ যেখানেই থাকুক, সেখান থেকে উদ্ধার করে আনার একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা হবে।

(৫৪) সাধারণ মানুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, খাদ্য-জ্বালানী-ওষুধ ইত্যাদিতে ভেজাল রোধে কড়া আইন তৈরি করা হবে।

(৫৫) প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য নতুন আইন করা হবে।

(৫৬) সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে নতুন করনীতি প্রণয়ণ করা হবে। সর্ত সাপেক্ষে আমরা জিএসটি সমর্থন করেছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের মতৈক্য হতে হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের স্বার্থ সবার আগে।

(৫৭) ''সকলের জন্য ব্যাঙ্ক'' আমরা চালু করব। দেশের কোনও গ্রাম ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে

থাকবে না। তৃণমূলস্তরে আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য আমরা ডাকঘরগুলোকেও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করব।

(৫৮) নগরোন্নয়ন তথা নাগরিকস্বাচ্ছন্দ্যের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ-দীর্ঘমেয়াদী-সুদূরপ্রসারী নীতি তৈরি করা হবে। শহুরে গরিবের সমস্যা সমাধানের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

(৫৯) আমরা এমন এক বিদেশ বাণিজ্য নীতি চালু করব যাতে দেশের অধিকাংশ মানুষ যে সমস্ত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সে সব শিল্প উপকৃত হবে এবং একই সঙ্গে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বিকাশ ঘটবে।

(৬০) বর্তমান রাজ্য ভেঙে নতুন রাজ্য তৈরির ক্ষেত্রে, বর্তমান রাজ্যের সরকারের সায় লাগবে। আমরা বদ্ধপরিকর যে, নতুন রাজ্য তৈরির ক্ষেত্রে এই নীতিই একমাত্র মানা হবে।

(৬১) প্রতিরক্ষানীতি

- জাতীয় সুরক্ষা - নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
- সামাজিক সরঞ্জাম কেনার জন্য স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী আমরা। এই লক্ষ্যে ''ই-টেন্ডারিং'' এবং ''ই-প্রসেসের'' মাধ্যমে, সুসংহত ভাবে আমরা কাজটা করব। এবং অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হবে এই ক্ষেত্রে, যাতে নিজেরাই সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করতে পারি তার ওপর।
- সামরিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, প্রাত্যহিক ''চেকিং এবং মনিটরিং''-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। নতুন সরঞ্জাম যা লাগবে তা চাহিদা অনুযায়ী সংগ্রহ করা হবে।
- সামরিক কর্মী নিয়োগ এবং তাঁর পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখতে একটি যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

(৬২) বিদেশনীতি

প্রতিবেশী রাষ্ট্র-সহ সমস্ত দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের বিদেশনীতি এই বিষয়গুলির দ্বারা নির্ধারিত হবে—

- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান
- দেশের স্বার্থরক্ষা।
- পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত লেনদেন, আদানপ্রদান।
- আলোচনা এবং চুক্তির মাধ্যমে সীমানা সংক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান।

সারা পৃথিবী একটি পরিবার।

এই জনমুখী-উন্নয়নমুখী-বিকাশমুখী এবং কর্মসংস্থানমুখী ইস্তাহার সমস্ত দুর্বল শ্রেণীর ক্ষমতায়ণে সচেষ্ট হবে। আমাদের মহৎ গণতান্ত্রিক দেশের সমস্ত তপশিলি জাতি-উপজাতি-ওবিসি-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সাধারণ শ্রেণীভুক্ত আর্থিক অনগ্রসর মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটিয়ে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিশা দেখাবে। নতুন ভারতের পুনরুত্থান হবে।

এই ইস্তাহারের সফল প্রয়োগ দেশের নৈতিক ভাবমূর্তিকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করবে। একটি শক্তিশালী ন্যায়পরায়ণ - উজ্জ্বল ভারত তৈরি হবে। যা গোটা পৃথিবীর মধ্যে উচ্চশিরে বিরাজ করবে।

''ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।''